কলিকাতা হাইকোর্ট

মহামান্য বিচারক :**শেখর বি. সরাফ, বিচারপতি**

পি জি এবং ডাব্লু সাহু প্রা লিমিটেড
বনাম
ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া, মিনিস্ট্রি অফ ফিন্যান্স ডিপার্টমেন্ট অফ রেভেনিউ

আইএ-২০২৩ এর ২, সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ২৭/০৪/২০২৩

সালিসি ও সমঝোতা আইন (1996 সালের 26), এস ২৯এ-সালিসী রায়ের জন্য সময়সীমা-সম্প্রসারণ-বিলম্ব এমন ছিল যে এটি সাধারণ কার্যধারায়, সালিসী বা অন্যথায় উদ্ভূত হতে পারে-আবেদনগুলি ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়ে গেছে এবং কিছু সাক্ষী পরীক্ষা করা হয়েছে-পক্ষগুলিকে কোনও দোষ দিয়ে কলঙ্কিত করা যায় না-আবেদনের অনুমতি দেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত কারণ অন্যথায় এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত পুরো সালিসী কার্যধারা শূন্যের গন্য হত-রায় দেওয়ার জন্য সালিসকারীর আদেশ, নয় মাসের জন্য বাড়ানো হয়েছিল।

(অনুচ্ছেদ 5)

আইনজীবীদের নাম

এস. এন. মিত্র, সিনিয়র অ্যাড. পিটিশনারের পক্ষে রয়েছেন সুচায়ন ব্যানার্জি, মিস সৌরদীপ ব্যানার্জি, মিসেস এস কে ব্যানার্জি; প্রতিবাদী পক্ষে রয়েছেন উদয় শঙ্কর ভট্টাচার্য, তপন ভাঞ্জা।

---

1. **আদেশঃ**- এটি সালিস ও সমঝোতা আইন, 1996-এর 29এ ধারার অধীনে (এতদপুশ্চাত 'আইন' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) সালিসকারীর রায় দেওয়ার মেয়াদ বাড়ানোর জন্য একটি আবেদন।

2. আবেদনকারী এপি ২৭০ অফ ২০২০ শীর্ষক একটি আবেদনের মাধ্যমে এই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। সালিসকারী নিয়োগের জন্য।এই আদালত 16ই ডিসেম্বর, 2020 তারিখের আদেশের মাধ্যমে একজন সালিসকারী নিয়োগ করেছিল, যিনি পরে সালিসকারীর ভূমিকা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন।

আবেদনকারী আবার এপি ২৭০ অফ ২০২০ প্রেক্ষিতে জি।এ ১ অফ ২০২১ একটি আবেদন দায়ের করেন সালিসকারী বদলের জন্য, যা অনুমোদিত হয়েছিল এবং কলিকাতা হাইকোর্টের বার লাইব্রেরি ক্লাবের প্রবীণ আইনজীবী শ্রী অজয় কৃষ্ণ চ্যাটার্জীকে 12ই এপ্রিল, 2021 তারিখের আদেশের মাধ্যমে নিয়োগ করা হয়েছিল।

3. প্রথম সালিসী বৈঠকটি 2021 সালের 4ঠা মে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যার পরে সালিসকারী আবেদন দাখিলের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ পাস করেছিলেন।আবেদনকারী 2 জুলাই, 2021-এ তার দাবির বিবৃতি এবং 4 সেপ্টেম্বর, 2021-এ মূল সাক্ষ্য দাখিল করেন।প্রতিবাদী 28শে আগস্ট, 2021-এ পাল্টা বিবৃতি দাখিল করেন।পরে, প্রতিবাদী তার সংশোধিত পাল্টা বিবৃতি দাখিল করেন।পাল্টা বিবৃতির এই ধরনের সংশোধনের ফলস্বরূপ, আবেদনকারী 18ই এপ্রিল, 2022-এ তার অতিরিক্ত জবাব এবং 22শে এপ্রিল, 2022-এ হলফনামায় পরিপূরক সাক্ষ্য দাখিল করেন।

4. আবেদনকারীর ১ নং সাক্ষীর মূল পরীক্ষনের সাথে সালিশকারীর সমক্ষে 2022 সালের 2রা মে বিচার শুরু হয়। 1 এবং প্রতিবাদীর জেরা হয় পরবর্তীতে, আবেদনকারীর সাক্ষী নং 2 এবং বিবাদীর সাক্ষী নং 1 এর মূল পরীক্ষণ এবং জেরা শুরু হয়2023 সালের 10ই এপ্রিল সালিসকারী উল্লেখ করেন যে, আদেশটি বাতিল হওয়ার কথা ছিল, 2023 সালের 17ই এপ্রিল সময়ের প্রবাহের কারণে।যদিও আবেদনকারীরা আইনের 29A ধারা অনুসারে আদেশের মেয়াদ বাড়ানোর জন্য সম্মতি দিতে ইচ্ছুক ছিলেন, তবে প্রতিবাদী তা করেননি।

5. আবেদনকারী যুক্তি দিয়েছেন যে কোনও দোষারোপ ছাড়াই সময় শেষ হয়ে গেছে।অন্যদিকে, প্রতিবাদী যুক্তি দিয়েছিলেন যে সালিসকারীর আদেশের সময়কালের উক্ত সম্প্রসারণ কেবল তখনই মঞ্জুর করা যেতে পারে যদি আবেদনকারীর দ্বারা নির্দেশিত পর্যাপ্ত কারণ থাকে, যা করা ইয়নি। আমার দৃষ্টিতে, আবেদনকারী এই যুক্তিতে সঠিক যে যে বিলম্ব ঘটেছে তা এমন যা সালিশ বা অন্য কোনও কার্যধারার সাধারণ প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত হতে পারে। ইতিমধ্যেই আবেদনের কাজ শেষ হয়েছে এবং কিছু সাক্ষীকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে।আমি মনে করি না যে উভয় পক্ষই কোনও দোষারোপের দ্বারা কলঙ্কিত করা যেতে পারে। অতএব, বর্তমান আবেদন মঞ্জুর করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে, অন্যথায় এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত পুরো সালিশ প্রক্রিয়াটি নিরর্থক হয়ে যেত।

6. যেহেতু হলফনামা বিনিময় করা হয়নি, তাই সমস্ত অভিযোগ প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এবং অস্বীকারযোগ্য বলে মনে করা হয়।

7. তদনুসারে, রায় দেওয়ার জন্য সালিসকারীর দায়িত্ব নয় মাসের জন্য বাড়ানো হয়েছে। ফলস্বরূপ, এ।পি ২৭০/২০২০ র জিএ ২/২০২৩ নিষ্পত্তি করা হল।

8. এই আদেশের একটি জরুরি ফটোস্ট্যাট-প্রত্যয়িত অনুলিপি, যদি আবেদন করা হয়, প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার পরে পক্ষগুলিকে উপলব্ধ করানো উচিত।

পিটিশন অনুমোদিত

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.